কনসার্টের নামে অর্থ পাচার

রিপোর্ট i“ûj Zvcm

ঘটনা-১ : আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি তাৎপর্যময় মাস মার্চ মাস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছিল হাজার হাজার নিরপরাধ বাঙালি। তাদের অপরাধ ছিল স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। গৌরব ও প্রতিরোধের এই ইতিহাসকে। আমরা সম্ভবত ভুলতে বসেছি। তাইতো গত ১১ মার্চ পাকিস্তানি ব্যান্ডদল জুনুন ও স্ট্রিংস এই দেশের মাটিতে তাদের সংস্কৃতি তুলে ধরার সুযোগ ও সাহস পেল। স্বাধীনতার মাসে পাকিস্তানি সংস্কৃতি উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেয় এই দেশেরই আয়োজকরা 'অ্যাম্পফেস্ট' নামের আয়োজনে। পাকিস্তানি ব্যান্ড ছাড়াও সেই কনসার্টে অংশ নেয় এ দেশের শিল্পী জেমস, ব্যান্ডদল এলআরবিসহ অনেকেই।

ঘটনা-২ : ১৮ এপ্রিল ধানমন্ডির উইমেন্স কমপ্লেক্সে কনসার্ট শেষ করে ইন্ডিয়ান আইডলের প্রথম রানার আপ অমিত সানা ও সপ্তম স্থান অধিকারী রাহুল সাক্সেনা এবং ভারতের ব্যান্ডদল সিল্ক রুট রওনা দেয় চট্টগ্রামে পরের দিনের কনসার্টের উদ্দেশ্যে। আয়োজকরা এপ্রিল কনসার্টের জন্য ভারতীয় শিল্পীদের চট্টগ্রামে নিয়ে যান বিমানে করে। আর এ দেশের ব্যান্ডদলকে নিয়ে যায় মাইক্রোবাসে। কনসার্ট শেষ করে ভারতীয় শিল্পীরা বিমানে ঢাকায় ফিরে। কিন্তু দেশীয় শিল্পীদের ফিরতে হয় মাইক্রোবাসে। মাইলস অবশ্য নিজস্ব খরচে বিমানে করে ফিরে। ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ২০ এপ্রিল মারা যান প্রতিভাবান সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ইমরান আহমেদ চৌধুরী মবিন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ব্ল্যাক ব্যান্ডদলের বেইজ গিটারিস্ট মেরাজ এবং ড্রামার টনি। এ ছাড়াও আহত হন ব্ল্যাকের ভোকালিস্ট জন, জাহান এবং তাহসান।

এই দুটি ঘটনা থেকে প্রশ্ন উঠেছে ভারতীয় বা পাকিস্তানি শিল্পীদেরকে এতো খাতির যত্ন কেন? কনসার্ট করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এ দেশের প্রতিভাবান সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মবিন। আহত হলেন ব্ল্যাক ব্যান্ডের সদস্যরা। যেখানে মবিনের লাশ দাফনের প্রক্রিয়া যখন চলছে সেদিন কিভাবে শেরাটন ও ঢাকা ক্লাবে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়? সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে কনসার্ট শ্রোতা-দর্শকের বিনোদন নয়, ব্যবসাই মূল। এ দেশে কনসার্টের মাধ্যমে সাধারণ শ্রোতা-দর্শক যেমন বিনোদন পেয়েছে তেমনি উপকৃতও হয়েছে চ্যারিটি কনসার্টের মাধ্যমে। বন্যাদুর্গতদের পাশাপাশি মানুষের জীবন বাঁচাতেও এগিয়ে এসেছেন শিল্পীরা। আর এখন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর এ পথটি রুদ্ধ করে দিচ্ছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাভোগী লোক। তারা মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে চ্যারিটি কনসার্টের নামে লুটেছে মুনাফা। এসবের পাশাপাশি কনসার্টে বিদেশী শিল্পী এনে সংস্কৃতি বিনিময়ের নামে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অঙ্কের অর্থ।

চ্যারিটি কনসার্টের নামে অর্থ আত্মসাতের শিকার শাবানাকে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল এভাবে

এ দেশে কনসার্টের যাত্রা

এ দেশে কনসার্টের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ৭ মার্চ। ওয়াপদা মিলনায়তনে দেশের প্রথম কনসার্টের আয়োজন করে পপ সম্রাট আজম খান ও ফেরদৌস ওয়াহিদ। এরই ধারাবাহিকতায় রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রামে হোটেল ও ক্লাবগুলোতে কনসার্ট শুরু হয়। তবে এর পরিধি ছিল সীমিত। ৯০ দশক ব্যান্ডদল ও কনসার্টের সোনালি যুগ। '৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের পতন হলে সারা দেশেই চলে উৎসবের আয়োজন। এই আনন্দে রাজধানীতে বসবাসকারীদের অংশীদার করতে '৯০ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাবির মল চত্বরে তৎকালীন বামবার সভাপতি মাকসুদ-উল হক প্রথম আয়োজন করেন ওপেন এয়ার

কনসার্টের। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্টের আয়োজন করে বামবা '৯২ সালে। জানা যায়, এ কনসার্ট থেকে আয় হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা। রাজধানীর বাইরে '৯৩ সালে চট্টগ্রামে প্রথম ওপেন এয়ার কনসার্টের আয়োজন করে কোকাকোলা। এরপর থেকেই ওপেন এয়ার কনসার্ট তরুণ প্রজন্মের কাছে দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমানে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০টি ওপেন এয়ার কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে স্পন্সর কোম্পানিগুলো ওপেন এয়ার কনসার্টের আয়োজনকে আরো সহজ করে তোলে। স্পন্সর কোম্পানিগুলো কনসার্টের টিকিট, পোস্টার, স্টেজ এমন কি পাবলিসিটির দায়িত্বও নিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সম্মানিও দিয়ে থাকে তারা।

চ্যারিটি কনসার্ট : অর্থ আত্মসাৎ

কনসার্টের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে গত কয়েক বছর ধরে একশ্রেণীর আয়োজকরা মেতে উঠেছে ব্যবসায়। কনসার্ট আয়োজনের মাধ্যমে আয়োজকরা সব খরচ বাদ দিয়েও আয় করছেন বেশ মোটা অঙ্কের টাকা। তাইতো নিজেদের লাভের কথা ভেবে দেশীয় শিল্পীদের পাশাপাশি যুক্ত করছেন বিদেশী শিল্পীদের। যা বিপুল দর্শক-শ্রোতা টানছে, ব্যবসাও বাড়াচ্ছে। তবে সবচেয়ে রমরমা ব্যবসা হয়েছে চ্যারিটি কনসার্টের নামে।

স্বাধীনতার মাসে কনসার্ট করল জুনুন

বা কনসার্টের আয়োজন করে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে ফেজেস, এসবিএন, রণনসহ নানা আগাছার মতো গড়ে ওঠা সংগঠন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'চ্যারিটি কনসার্ট' নতুন ধান্ধা শিরোনামের এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে (বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩৬) শাবানা নামের একটি শিশুর অসুস্থতা আর কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে পুঁজি করে লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য ফেজেসের অপকীর্তিটি প্রকাশ করা হয়েছিল। সংগঠনটি অসুস্থ শাবানার চিকিৎসার জন্য চ্যারিটি কনসার্টের আয়োজন করে ২০০৩-এর ১০ জানুয়ারি। কনসার্ট থেকে আয়কৃত অর্থের সিংহভাগ শাবানার চিকিৎসার জন্য তুলে দেবে

'নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদেশী শিল্পীদের অনুমোদন দেয়া হয়। আমরা চাই বিদেশের গুণী শিল্পীরা এ দেশে আসুক'

বেগম সেলিমা রহমান
সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

১৯৭১ সালের মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে জর্জ হ্যারিসনের সেই 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর কথা ভোলার নয়। বন্যার্তদের সহায়তায় চ্যারিটি কনসার্ট কম ভূমিকা রাখেনি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফান্ড সংগ্রহের পাশাপাশি অমিত, শাওন, মুকুলের চিকিৎসার খরচও যুগিয়েছে চ্যারিটি শো আর কনসার্ট। চ্যারিটি শো বা কনসার্টে অংশগ্রহণের জন্য শিল্পীরা যেমন মানবিক কারণে নিয়ে থাকেন নামমাত্র সম্মানি, তেমনি ভেন্যুর ভাড়া থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল সব বিষয়ে খরচের পরিমাণ কম ধরা হয়। মানবিক এই সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভুঁইফোড় সংগঠন চ্যারিটি শো তার বাবার হাতে। এ নিয়ে চুক্তি হয় ফেজেসের সভাপতি ইমদাদুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক শাহজালাল করিম ও সহসভাপতি গালিবের সঙ্গে। এরপর শাবানার বাবাকে জানানো হয় কনসার্টের দিন তাদের পাঠানো গাড়িতে শাবানাকে তাদের সঙ্গে যেতে না দিলে তাকে বস্তায় ভরে ফেলে দেয়া হবে। ৮ জানুয়ারি '০৩ প্রেসক্লাবের সামনে 'আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই আমার বাবার প্রাণ রক্ষা করুন' প্ল্যাকার্ডটি নজর কাড়ে অনেকের। দু'দিন পর ফেজেস ১০ জানুয়ারি আর্মি স্টেডিয়ামে কনসার্ট করে। কনসার্ট শেষে লাভ হয়নি বলে দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যায় ফেজেসের সদস্যরা। রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষ করে সরকারি দলের প্রভাবশালীদের সহায়তায় বিচার ছাড়াই পার পেয়ে যাচ্ছে এসব প্রতারকচক্র। আর মানবিক জায়গাগুলি করে দিচ্ছে নষ্ট। তাইতো এখন অসুস্থ শিশুর সাহায্যার্থে চ্যারিটি শো বা কনসার্টের জন্য এগিয়ে আসছেন না শিল্পী এমনকি দর্শক শ্রোতারা।

২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারি রণন নামের একটি সংগঠন ভারতীয় গজল শিল্পী জগজিৎ সিংকে নিয়ে কনসার্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ- চীন মৈত্রী হলে। রণন সংগঠনটি নিজেদেরকে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে দাবি করলেও এই কনসার্টের আগে তাদের নাম শুনেনি সংস্কৃতি অঙ্গনের কেউই। কনসার্টের পরে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও কেউ দেখেনি। জগজিৎ সিংয়ের কনসার্টে টিকিটের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ২ হাজার টাকার উপরে। জানা যায়, টিকিট, পোস্টার, প্রচারণা খরচ ছাড়াও হল ভাড়া তারা দেয়নি। জানা গেছে রণন টিকিট থেকে সেই কনসার্টে আয় হয়েছিল ৫০ লাখ টাকা। এ দেশে জবাবদিহিতা না থাকায় এসব কিছুর জবাবদিহিতা দিতে হচ্ছে না কাউকে।

যেখানে ভারতে জগজিৎ সিংয়ের কনসার্টের বা শোর টিকিট ধার্য করা হয় ৩০ থেকে ৪০ রুপি, সেখানে এদেশে তার কনসার্টের টিকিটের মূল্য ধরা হয় ২ হাজার টাকার ওপরে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রতিটি চ্যারিটি কনসার্টে দেখানো হয় লোকসান। ৫ হাজার টিকিট বিক্রি হলে বলা হয় ৫০০। আবার আয়োজকরা হিসাব দেখায় সৌজন্য টিকিটের সংখ্যা এবার বেশি। প্রতিটি কনসার্টে যদি লাভ না-ই হয় তাহলে আয়োজকরা কেন বার বার আয়োজন করবে কনসার্টের? এখন স্পন্সর কোম্পানি কনসার্টের আয়োজনের জন্য টিকিট ছাপানো থেকে শুরু করে শিল্পী সম্মানি পর্যন্ত পরিশোধ করে থাকে। তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কোথায়?

গত কয়েক বছর ধরে বিদেশী শিল্পীদের এ দেশে নিয়ে আসার এক প্রবণতা চালু হয়েছে। ব্যবসায়ী লাভের দিকে চিন্তা করে আয়োজকরা বিভিন্ন কৌশলে দেশী শিল্পীদের যথাযথ সম্মানি না দিলেও বিদেশী শিল্পীদের দিচ্ছে ডলার। ২০০৩ সাল থেকে চলতি সময় পর্যন্ত অনেক বিদেশী শিল্পী এ দেশে এসে ঘুরে গেছেন। 'অন্তর শোবীজ' বিদেশী শিল্পীদের

নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বলে জানা যায়। অন্য ছোটখাটো দু'একটি সংগঠন বিদেশী শিল্পী আনলেও তাদের সহযোগিতা করে অন্তর শোবীজ। এসব বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের জুনুন ও স্ট্রিংস; ভারতের আদনান সামী, শান, জগজিৎ সিং, নচিকেতা, পবন দাশ বাউল, সিল্ক রুট, সুনীধি চৌহান এবং ইন্ডিয়ান আইডলের শিল্পীরাসহ অনেকেই। এসব শিল্পীদেরকে সর্বনিম্ন ৩ হাজার থেকে ৮ হাজার ডলার প্রতি শোতে দিতে হয়। অথচ তাদের চেয়ে এ দেশের শিল্পীরা কনসার্ট ভালো জমালেও আয়োজকরা দিয়ে থাকে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা। ব্যবসায়িক দিক ছাড়াও রয়েছে বৈষম্যমূলক আচরণ। জানা গেছে, বিদেশী শিল্পীদের বেশির ভাগ পাওনা মেটানো হয় কার্ব মার্কেট থেকে ডলার কিনে। বেশির ভাগ ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রদান করা হয় না। আবার দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাঠানোর জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিও নেয়া হয় না। গত কয়েক মাসে জুনুন, সিল্ক রুট বা ইন্ডিয়ান আইডলের জন্য যে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে তার কোনোটিতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো হয়নি বলে জানা গেছে। কনসার্টের নামে ধান্ধা সরকার দেখেও না দেখার ভান করে। কারণ যারা আয়োজন করছে তাদের সঙ্গে সরকারি দলের কোনো না কোনো নেতা বা মন্ত্রীর সখ্য রয়েছে।

আচরণ যখন বৈষম্যমূলক

ভারতীয় যেসব শিল্পীদের কনসার্টের জন্য আনা হচ্ছে তাদের বেশির ভাগের মানের চেয়ে এ দেশের শিল্পীদের মান অনেক ভালো। অথচ তাদের সম্মানি থেকে শুরু করে হোটেলে থাকা, বিমানে যাতায়াত করাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দিতে হচ্ছে। আর এ দেশের শিল্পীদের তাদের তুলনায় নগণ্য টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে দেশী শিল্পীদের এই সামান্য টাকাটাও পুরো পরিশোধ করা হয় না। পাকিস্তানের ব্যান্ডদল জুনুনকে যখন নামানো হয় হেলিকপ্টারে, তখন ভেন্যুতে এলআরবিসহ দেশীয় ব্যান্ডকে ঢোকানো হয় পেছনের দরজা দিয়ে। এই লজ্জা কার! বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য শিল্পীরা নীরব কেন? এ বিষয়ে ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ দেশের নামকরা শিল্পীরাও কোনো না কোনোভাবে বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। যার জন্য তারা স্বাধীনতার মাসে পাকিস্তানি ব্যান্ডের সঙ্গে কনসার্ট করা থেকে শুরু করে নিজেদের অধিকার আদায়ের বাক স্বাধীনতাটুকু খর্ব করেই পালন করছে নীরবতা।

গত ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের এমএ আজিজ

সংশ্লিষ্টদের কিছু কথা

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদেশী শিল্পীদের অনুমোদন দেয়া হয়। আমরা চাই বিদেশের গুণী শিল্পীরা এ দেশে আসুক।'

এ দেশের কনসার্টের প্রথম দু'জন উদ্যোক্তার অন্যতম সংগীতশিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে মুক্তবাজারে বিদেশী শিল্পী আসতেই পারে। তবে তাদের হেলিকপ্টারে করে নামানোর বিষয়টি খারাপ লেগেছে।'

এ বিষয়ে সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেত বলেন,' শিল্পীদের কোন সীমানা নেই। এর অর্থ এই নয় যে বিদেশী শিল্পীরা শুধুই আসবে। আমাদের শিল্পীদের যাওয়ার পথ থাকতে হবে। বিষয়টি হয়ে গেছে একমুখী। শুধু আসছে, যাচ্ছে না। এমন কি আমাদের স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলোও তারা দেখতে দেয়না। সুতরাং তাদের নিয়ে আমাদের এত লাফালাফি করার কিছু নেই। এটা অবশ্যই হওয়া উচিত নয়।'

ব্যান্ডদল এলআরবির ভোকালিস্ট আইয়ুব বাচ্চু বলেন, 'বিদেশী শিল্পীরা আমাদের দেশে আসছে। তাদের সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হচ্ছে। আমরাও তাদের আমন্ত্রণে যাব তাদের দেশে'। মাকসুদের (ঢাকা) সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'বিদেশী শিল্পী নিয়ে কনসার্ট করায় আমরা মোটেও ভয় পাই না। কারণ আমরা অতো ভঙ্গুর নই। তবে আমরা তাদের যেভাবে এ দেশে আনছি তারা কিন্তু তাদের দেশে আমাদের অনুষ্ঠান করতে নিচ্ছে না।'

বামবার সাবেক সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী বগীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক শিল্পী সম্মানী নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, 'বাইরে থেকে যেসব শিল্পী আসছেন তাদের ইন্সট্রুমেন্টস থেকে শুরু করে খরচের পরিমাণ বেশি। যার জন্য আয়োজকরা হয়তো তাদের বেশি দিয়ে থাকেন। তবে শিল্পী সম্মানীর ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর হওয়া দরকার। কারণ আমাদের দেশের শিল্পীদের গুণগতমান, যারা বিদেশ থেকে কনসার্ট করতে আসছে তাদের তুলনায় অনেক ভালো। তবে কেন এমন হবে? আয়োজকদের উচিত আমাদের দেশীয় শিল্পীদের বেশি প্রমোট করা।'

চট্টগ্রাম থেকে কনসার্ট করে ফেরার পথে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মবিনের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি নিয়ে মবিনের বাবার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমার যে ছেলে চলে গেছে তার ক্ষতিপূরণ কোনো কিছুর বিনিময়ে কি সম্ভব?'

'অন্তর শোবীজ'-এর চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরীর সঙ্গে কথা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের দেশে পেঁয়াজ থেকে শুরু করে অনেক কিছুই ভারতের। কাজেই ভারতীয় শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলার কোনো মানে নেই। তাছাড়া আমরা ড্যান্সার এনে বাণিজ্যিক কিছু করছি না। বরং তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময়ের লক্ষ্যেই সঙ্গীত শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করছি। আমরা তাদের নিয়ে এখানে অনুষ্ঠান করেছি বলেই আমাদের ব্যান্ডদল মাইলস ও এলআরবি দিল্লির বড় কনসার্টে অংশ নিতে পেরেছে।' বিদেশী শিল্পীদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সারা বিশ্বের শিল্পীরাই চ্যারিটি শো'র জন্য নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আমাদের এখানে যে সব শিল্পী আসেন তারা চ্যারিটি শো' করতে আসছেন। যার জন্য সম্মানির বিষয়টি ফরেন কারেন্সির নিয়মের মধ্যে পড়ে না।'

আহত ব্ল্যাক দলের ভোকালিস্ট জনের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমরা বেঁচে গেছি এটা সৌভাগ্যের কথা। মিরাজ এখনো সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আয়োজকদের উচিত আমাদের দেশীয় শিল্পীদের প্রমোট করার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া।'

বিদেশী শিল্পীদের অনুমোদন নিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হলে তিনি নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'অনেক সময় আমাদের চাপের মুখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন দিতে হয়। তবে আমরা চেষ্টা করব দেশীয় সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিতে'। মাইলস ব্যান্ডের ভোকালিস্ট শাফিন আহমেদ বলেন, 'মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও গানকে তারা যেভাবে প্রমোট করতে পেরেছে, আমরা এ কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো তারা মার্কেটিং বোঝে, আমরা বুঝি না। স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের কাছে ওদের সংস্কৃতি যেভাবে পৌঁছে গেছে সে ক্ষেত্রে কনসার্টে ভারতীয় শিল্পীদের আবির্ভাব আমাদের সংস্কৃতিকে ক্ষতি করবে না। যা করার তা আগেই করেছে। আমরা কিন্তু মৌলিক গান করছি আর ওরা রিমিক্স করছে।'

বামবা'র বর্তমান সভাপতি হামিন আহমেদ বলেন, 'বিশ্বের সব দেশেই এক দেশের শিল্পী অন্য দেশে গিয়ে গান করে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারা যদি আমাদের দেশে কনসার্ট করে, আমাদেরও তাদের দেশে নিতে হবে। কারণ ওদের চেয়ে আমাদের শিল্পীদের গুণগতমান কিসে কম? তবে আমাদের অধিকার আমাদেরই আদায় করে নিতে হবে।'

স্টেডিয়ামে অন্তর শো-বিজ আয়োজিত গ্রামীণফোনের স্পন্সরকৃত 'ডিজুস' কনসার্টে ইন্ডিয়ান আইডলখ্যাত শিল্পীদের বিমানে নিয়ে যাওয়া ও আসা হয়। যেখানে এ দেশের ব্ল্যাক আর মাইলস্-এর শিল্পীদের মাইক্রোবাসে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা। (মাইলস্ অবশ্য নিজস্ব খরচে বিমানে ফেরে)।

নেই কোনো নীতিমালা

কনসার্টের জন্য নেই কোনো নীতিমালা। যার কারণে যে কেউ আয়োজকের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারে। কনসার্টের আয়োজক সংগঠনগুলোর রেজিস্ট্রেশন হয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অনুমতি দিয়ে থাকে। এরপর মন্ত্রণালয় কোনো খোঁজখবর রাখে না এসব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কি করছে। জানা গেছে, এদের আয়-ব্যয়ের হিসাবও দিতে হয় না। যে কারণে আয়োজকরা ইচ্ছেমতো কনসার্টের টিকিট ধার্য করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব সংগঠন ক্ষতির হিসাব দেখিয়ে নিজেকে স্বচ্ছ রাখে পরবর্তী ধান্দার জন্য। বিদেশী একজন শিল্পী আনতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুমতির জন্য চিঠি পাঠালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাঠায় কাঙ্ক্ষিত শিল্পীর দেশীয় দূতাবাসে। সেখান থেকে সুপারিশপত্র পেয়ে শিল্পীকে আনার অনুমতি দেয়। নিয়ম যাই হোক, রাজনৈতিক যোগাযোগ মজবুত হলে অনুমতি পাওয়া কোনো ব্যাপারই না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে যে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রথমে তার অনুমতি না দিলেও তার অনুপস্থিতির সুযোগে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি পাওয়া যায়। জানা গেছে, ১২, ১৩ ও ১৪ মে ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে যে কনসার্টের আয়োজন করার প্রস্তুতি চলছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ প্রতিবেদন তৈরি করার সময় পর্যন্ত এর অনুমোদন দেয়নি। তবে আয়োজকগোষ্ঠী সরকারি দলের প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

কনসার্ট শেষে ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মারা গেলেন প্রতিভাবান সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার মবিন

কনসার্ট করে গেল ইন্ডিয়ান আইডলের অমিত সানা

কনসার্ট বা বিদেশী শিল্পীর বিষয়ে বা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী থেকে শুরু করে অভিনয়, i¨v¤ú মডেল, নৃত্য শিল্পীরাও নিয়মিত অনুষ্ঠান করতে আসছে এ দেশে। কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আয়োজন বা শুভযাত্রা অথবা বড় ক্লাবগুলোর আয়োজনে তারা অনুষ্ঠান করতে আসছে নিয়মিতভাবে। অথচ ভারত আমাদের শিল্পী তো দূরের কথা, আমাদের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো পর্যন্ত প্রচার করতে দেয় না। গত বছর একটি গাড়ি কোম্পানির অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্পী সুনিধি চৌহান এসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। তারা বেশ উপভোগ করছিলেন তার গান। কেউ কেউ অনুরোধও করেছিলেন পছন্দের গান শোনানোর জন্য। সুনিধির গান শুনে বিনোদিত হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন তিনি ২ ঘন্টা গেয়ে সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ৫০ লাখ টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে চলে গেলেন হুন্ডি করে! ভারতীয় শিল্পীরা এক সময় এ দেশের চলচ্চিত্রে অবাধে কাজ করে গেছেন এটা বেশিদিন আগের কথা নয়। এখন চলচ্চিত্রের বাজার মন্দার কারণে তারা পিছিয়ে গেছেন। বর্তমানে এ দেশের অনেক বিজ্ঞাপন নির্মাতা ভারতীয় ক্যামেরাম্যান থেকে শুরু করে টেকনিক্যালম্যানদের ট্যুরিস্ট ভিসায় নিয়ে এসে কাজ করাচ্ছেন। এমনকি ভারতে গিয়ে ওদের মডেল থেকে শুরু করে সব কাজই করিয়ে আসছেন। এছাড়া অনেক শিল্পীই ভারতের শিল্পীর সঙ্গে অডিও অ্যালবাম বের করে ধন্য বোধ করছেন। অথচ আমাদের এখান থেকে কেউ ওখানে গিয়ে কাজ করলে তাকে সে দেশের রাষ্ট্রীয় সব হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে কাজ করতে হয়। এসব খবর রাখার সময় নেই আমাদের জনগণের প্রতিনিধিদের। তারা চিন্তা করেন কেবল নিজেরটা । এসব কথা একতরফা মনে হলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বিদেশীরা কাজ করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে থাকতে হবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। সরকারের সঠিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে এ খাত থেকে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। এসব কারণেই একটি সুষ্ঠু নীতিমালা এখন অপরিহার্য। তা না হলে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উভয়দিক থেকে আমরা শুধু লোকসানের খাতায় থেকে যাব।

'সারা বিশ্বের শিল্পীরাই চ্যারিটি শো'র জন্য নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। আমাদের এখানে যে সব শিল্পী আসেন তারা চ্যারিটি শো' করতে আসছেন। যার জন্য সম্মানির বিষয়টি ফরেন কারেন্সির নিয়মের মধ্যে পড়ে না'

স্বপন চৌধুরী
চেয়ারম্যান, অন্তর শোবীজ